জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মিয়াজানের উপর চড়াও ডা. অলোক

চাকরিবিধি লংঘন করে নির্বাচনী প্রচারণা করা এবং মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল মান্নান কে ভারতের দালাল বলার দ্বায়ে করা শোকজের উত্তর দিয়েছেন ডা. অলোক কুমার দাস। শোকজ এর উত্তর দিয়ে ফেরার সময় আদালতের বারান্দায় প্রফেসর আব্দুল মান্নান এর প্রতিনিধি এবং মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলীকে দেখে উত্তেজিত ডা. অলোক তাকে অকৃতজ্ঞ, স্বার্থপর ও সুবিধাবাদী বলে আখ্যায়িত করেন।

আজ শনিবার (৩০ ডিসেম্বর) দুপুর সোয়া ১২ টার দিকে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের দ্বিতীয় তলার বারান্দায় এ ঘটনা ঘটে।

মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এবং যুগ্ন জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক এইচ এম কবির হোসেনের খাস কামড়ায় শোকজ এর উত্তর দিয়ে ফিরছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. অলোক কুমার দাস। এ সময় অভিযোগের সাপেক্ষে তথ্য প্রমান দাখিল করার জন্য আদালতের বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী। এ সময় প্রফেসর আব্দুল মান্নানের প্রতিনিধি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলীর উপর চড়াও হন ডা. অলক কুমার দাস। এডভোকেট মিয়াজান আলী তাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন।

ডা. অলক কুমার দাস এ সময় চিৎকার করে মিয়াজান আলীকে বলেন, আপনি ভুলে গেছেন আপনার কত উপকার করেছি। আর আপনি আমার নামে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটিতে অভিযোগ দিয়েছেন। চাকরি সংক্রান্ত কিছু সমস্যার বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আমি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর বাড়িতে গেছিলাম।চাকুরীর কারণে তিনি আমার গার্জিয়ান।

এ সময় এডভোকেট মিয়াজান আলী বলেন, আপনার গার্জিয়ান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডিজি। আপনার সমস্যা আপনি আপনার ডিজিকে জানাবেন। উনি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী কিন্তু বর্তমানে উনি একজন নির্বাচনী প্রার্থী। উনার গাড়িতে এখন পতাকা নাই।

মিয়াজান আলীর কথা শুনে ডা. অলোক তার কানে চুপিসারে কিছু কথা বলেন। এবং রাগান্বিত হয়ে অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলীকে উচ্চস্বরে

“আপনি একটা অকৃতজ্ঞ, স্বার্থপর ও সুবিধাবাদী বলে স্থান ত্যাগ করেন।

উল্লেখ্য জেলা জজ আদালতের সকল বারান্দা সিসিটিভি ক্যামেরার আওতাভুক্ত।

মেহেরপুর-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানের পথসভা

মেহেরপুরের কুতুবপুর ইউনিয়নে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নানের ট্রাক প্রতীকের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি এ্যাড. মিয়াজান আলী, মেহেরপুর জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান (ছোট), মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ইদ্রিস আলী মাষ্টার, মেহেরপুর জেলা তাঁতীলিগের সভাপতি সুবাদ আলী, মেহেরপুর জেলা পরিষদের সদস্য ইমতিয়াজ হোসেন মিরন, কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি হাজী সাইফুল ইসলাম, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন মন্টু, মেহেরপুর পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক সভাপতি

আরিফুল ইসলাম আরিফ, কুতুবপুর ইউনিয়ন ২নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি সোহান রেজা, আরিফুল ইসলাম আরিফ সহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে নৌকা ও ট্রাক প্রতীকের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা, জরিমানা

নৌকা ও ট্রাক প্রতীক সমর্থনকারী দুই চাচাতো ভাইয়ের বাগবিতণ্ডা। বাগবিতণ্ডায় সৃষ্ট উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে দুই প্রতীকের নির্বাচনী শিবিরে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় পুলিশ আনসার ও বিজিবি সদস্যরা। অতঃপর ভ্রাম্যমান আদালত একজনকে জরিমানা করে। ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায়।

আজ শুক্রবার রাতে রিমন ও বাবু ২ চাচাতো ভাই ট্রাক ও নৌকা প্রতীকের সমর্থনে কাজ করা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে বাকবিতণ্ডায় জড়ান। এক পর্যায়ে এই বাগবিতন্ডায় সাবেক মেম্বার দিলিপ মল্লিক ও আনন্দ খুড়ি, শিবা মল্লিক এবং তোয়াজ যুক্ত হয়।

এক পর্যায়ে ভবেরপাড়া গ্রামে ২নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি জেমস বাবু মন্ডল অভিযোগ করেন নৌকা প্রতীকের কাজ করার কারনে তাকে মারধর করা হয়েছে এবং তার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় পুলিশ, আনসার ও বিজিবি সদস্যরা।

জেমস বাবু মন্ডল অভিযোগ করে ভ্রাম্যমান আদালতকে বলেন, তিনি ভ্যানে করে বাড়ি যাচ্ছিলেন। এসময় ভবেরপাড়া মোড়ে পৌঁছালে ট্রাক প্রতিকের সমর্থক সাবেক মেম্বর দিলিপ মল্লিক ও আনন্দ খুড়ি, শিবা এবং তোয়াজ আমাকে বলে তুই নৌকা করিস, তোকে ট্রাক প্রতিকে ভোট করতে হবে। এসময় তাকে মারধর করা হয় এবং টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। আসেপাশের লোকজন এসে তাকে উদ্ধার করে। এ সময় তার পকেটে

থাকা ৫০ হাজার টাকা হারিয়ে গেছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

অভিযোগ পেয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার আজগর আলী, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুস সাদাত রত্ন, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ উজ্জ্বল দত্ত সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়। এবং সাবেক মেম্বার দিলিপ মল্লিক ও আনন্দ খুড়ি,শিবা এবং তোয়াজকে আটক করে।

এ সময় ভ্রাম্যমান আদালত অভিযোগকারী এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাক্ষীদের বক্তব্য শুনে শিবা মন্ডল কে ৫০০ টাকা জরিমানা করে এবং দিলীপ মল্লিক, আনন্দ খুরী ও তোয়াজের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়াতে তাদের ছেড়ে দেয়।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা শেষে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী রিটার্নি কর্মকর্তা আজগর আলী বলেন, ‘ভুক্তভোগীর বক্তব্য শুনে, ভ্রাম্যমান আদালতে ১৮৬০ সালের দন্ডবিধির একটি ধারাতে অভিযুক্ত শিবা মন্ডলকে ৫০০ টাকা জরিমানা করেছে। এবং ভবিষ্যতে একই কাজ না করতে সতর্ক করেছে।’

সহকারি রিটার্নিং কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘বাবু মণ্ডলের আরেকটি অভিযোগ তার পঞ্চাশ হাজার টাকা হারিয়ে গেছে। বিষয়টি ভ্রাম্যমান আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত। এজন্য বিষয়টি নিয়ে থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করার জন্য তাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ‘

আলমডাঙ্গার বন্ডবিলে নৌকা প্রতিকের মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের উদ্যোগে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে নির্বাচনি মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে উপজেলা, পৌর ও ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের নেতা-কর্মীরা ওই মিছিল ও পথসভায় অংশগ্রহণ করে।

মিছিল ও পথসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস।

৯নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি শহিদ মোল্লার সভাপতিত্বে আরো উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, সিনিয়র সহ-সভাপতি আমিনুল ইসলাম অপু মোল্লা, সহ-সভাপতি লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, ক্রিয়া সম্পাদক টুটুল, কেন্দ্রীয় কৃষকের দপ্তর সম্পাদক নাজমুল হক পানু, উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি আজিজুল হক, পৌর আওয়ামীলীগের দপ্তর সম্পাদক চপল মুন্সী, সাবেক পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, টিংকু মোল্লা, মাহফুজুর রহমান লিমন মোল্লা, নুরুন্নবী, আকবার আলী, বাক্কা, সাফায়ত হোসেন, আব্দুল্লাহ আল মামুন, ওয়ার্ড যুবলীগের সাধারন সম্পাদক সেলিম রেজা, মিছিল ও পথসভায় সঞ্চালনা করেন সাবেক কাউন্সিলর ও পৌর যুবলীগের যুবকের যুগ্নআহবায়ক মামুনুর রশিদ হাসান।

মিছিল ও পথসভায় নেতৃবৃন্দরা বলেন, আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে নৌকার কোন বিকল্প নেই। নৌকা মানেই উন্নয়ন। এই উন্নয়নকে ধরে রাখতে আবারো সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুনকে নৌকায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে হবে।

কুষ্টিয়ার মাসুদ বিড়ি ফ্যাক্টরিতে হানিফের নির্বাচনী পথসভা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জননেতা মাহাবুব উল আলম হানিফের নির্বাচনী পথসভা আজ সকালে বড়বাজার মাসুদ বিড়ি ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকদের নির্বাচনী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আতা।

প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শ্রমিকলীগ কেন্দ্র কমিটির নির্বাহী সদস্য কুষ্টিয়া জেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমজাদ আলী খান।

মোহাম্মদ শাহাদ আলী বিশ্বাসের সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য রাখেন মাসুদ বিড়ি ফ্যাক্টরি শ্রমিক নেতা মোহাম্মদ আকমান হোসেন, মোহাম্মদ হানিফ প্রামাণিক, জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মোঃ হামিদুল ইসলাম, মোঃ মুসা আলী খান, সংগঠনিক সম্পাদক মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন সহ সাধারণ সম্পাদক মোঃ সেলিম উদ্দিন শহর শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব হোসেন সমাজকল্যাণ সম্পাদক খমিনি আহমেদ জেলা যুবশ্রমিক লীগের যুগ্ন আহবায়ক মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম সদস্য সচিব শরিফুল ইসলাম রিপন।

প্রধান অতিথি আতাউর রহমান আতা তার বক্তব্যে বলেন, আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৭ জানুয়ারি সকল ভোটার কে ভোট কেন্দ্রে তাদের উপস্থিত করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন এবং জননেতা জনাব মাহবুবুল আলম হানিফের কুষ্টিয়ার জনপদের মানুষের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম করেছেন সেগুলা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

তিনি আরো বলেন, জননেতা মাহবুব আলম হানিফ আগামীতে এমপি নির্বাচিত হলে কুষ্টিয়া শহরকে স্মার্ট শহরে রূপান্তরিত করার কার্যক্রম শুরু করবে।

প্রধান বক্তা আমজাদ আলী খান বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনা মাহবুব উল আলম হানিফকে নৌকার প্রতীক দিয়ে কুষ্টিয়া সদর ৩ আসনে পাঠিয়েছেন তাকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করলে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করা হবে এবং সরকারের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে। যারা ভোটকে বাঁধাগ্রস্থ করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে এদের বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানানোর জন্য অনুরোধ করেন এবং শ্রমিকদের স্থানীয় সমস্যাগুলো নেতৃবৃন্দের কাছে তুলে ধরেন নির্বাচনের পরে বিষয়গুলি সমাধান করার জন্য আশ্বাস দেন।

মেহেরপুর-১ আসনে নৌকা প্রার্থী ফরহাদ হোসেনের পথসভা

মেহেরপুর-১ আসনের নৌকা প্রার্থী জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বুড়িপোতা ইউনিয়নে পথসভা করেছে।

শুক্রবার রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের রাধাকান্তপুর গ্রামে এ পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভায় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত নৌকা প্রার্থী জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।
এছাড়াও এসময় জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড.ইব্রাহিম শাহিন,আইন বিষয়ক সম্পাদক ও বিজ্ঞ পিপি অ্যাড.পল্লব ভট্টচার্য, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান শাহজাহান, সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাশেম, বুড়িপোতা ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মোঃ আনিছুর রহমান,৭ নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি উজ্জ্বল হোসেন (ভনা) প্রমুখ নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থীর সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহ-২ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী ঈগল প্রতীকের নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এবং নৌকা প্রতীকের সমর্থকদের দ্বারা সন্ত্রাসী হামলার বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছে।

শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টায় ঝিনাইদহ মুসা মিয়া আইসিটি ইনকিউবেটর

সেন্টারে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
সংবাদ সম্মেলনে ঈগল প্রতীকের প্রার্থী মহুল বলেন আমি নির্বাচনে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ চেয়েছিলাম কিন্তু দিনকে দিন নৌকা প্রতীকের সমর্থকরা বেপরোয়া ভাবে আমাদের সমর্থকদের উপরে হামলা মামলা অব্যাহত রেখেছে।

এপর্যন্ত আমাদের ৫০জন কর্মী সমর্থককে মারধর করে অহত করেছে। অনেকে এখনো ফরিদপুর ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। এছাড়া নির্বাচনী অফিস, প্রচার মাইক, ব্যবহৃত গাড়ী এবং সমর্থকদের বাড়িতে পর্যন্ত হামলা করেছে। এবিষয়ে ১৬টির মত মামলা হয়েছে। এসময় তিনি আহতদের ছবি, ভিডিও চিত্র এবং কিছু আহতদের সরাসরি দেখান। তিনি বলেন সবচেয়ে দুঃখ জনক ব্যাপার হলো ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি সাহেবের নিকট অভিযোগ দিলে তা সহজে আমলে নেন না অথচ আমদের সমর্থকরা কাউকে না মারলেও একটি কাউন্টার মামলা নেন এবং তাতে গ্রেপ্তার করেণ। এপর্যন্ত আমার কোন কর্মী কারও গায়ে আজও হাত দেয়নি। অথচ তাদের মামলার সংখ্যা আরও বেশী। বিয়য়টি অত্যন্ত দুঃখ জনক। প্রশাসনের এরুপ ভূমিকা থাকলে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে বলে আমার বিশ্বাস হয়না । তবে তিনি বলেন দু এক দিনের মধ্যে বিজিবি. র্যাব এবং আর্মি মাঠে নামলে পরিবেশের উন্নতি হবে এবং নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে, ভয়ের কোন কারণ নেই। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম হিরণ, মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিকসহ অন্যান্যরা।

এসব বলার আগে সংবাদ সম্মেলনে ঈগল প্রতীকের প্রার্থী নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল বলেন আমি কিছু পরিকল্পনা নিয়ে ঝিনাইদহে নির্বাচন করতে এসেছি। আমি জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি হয়েও স্বতন্ত্র ভোট করছি কারণ আমার এলাকায় কাঙ্খিত উন্নয়ন হয়নি, পিছিয়ে রয়েছে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এবার ভোট সবার জন্য উন্মুক্ত হবে যিনি নির্বাচিত হয়ে আসবেন তিনিই এমপি হবেন। কোন সহিংসতা চলবে না এবং ভোট হবে অবাধ, সুষ্ঠু এবং উৎসব মূখর। এই কারণে আমি নির্বাচনে এসেছি আমার পরিবার দীর্ঘদিন যাবৎ রাজনীতির সাথে আছেন এবং এই ঝিনাইদহের উন্নয়নের জন্য দীর্ঘদিন কাজ করে যাচ্ছি। তিনি আরও বলেন স্কুল, কলেজ, রাস্তা-ঘাট, মসজিদ-মন্দির, খেলার মাঠ এগুলো নির্মান করা বা সংস্কার করা খুবই সহজ ব্যাপার তাছাড়া মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এগুলো ঝিনাইদহের নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা একত্রিত হয়ে কাজ করলে খুব সহজেই স্থাপন করা সম্ভব। তিনি আরও বলেন আমার বড় চ্যালেঞ্জ এই

ঝিনাইদহে রেল লাইন স্থাপন করা। তিনি বলেন আমি নির্বাচিত হলে রেল লাইনের স্থাপনের সাথে সাথে এই এলাকার মানুষের সাথে একে অপরের যে সম্পর্ক আগে ছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে আমি সেটা আবার পুনঃস্থাপনে কাজ করে যাব।

তিনি সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন এসময় তিনি বলেন আমাকে এবং আমার পরিবার নিয়ে যে বিভ্রান্ত মূলক তথ্য দিয়ে আসছে তা অদৌও সত্য নয়। আমার বাবা ভাষানী ন্যাপ করতেন এবং একবার সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীও হয়েছিলেন। এছাড়া আমি বিএনপি’র সাবেক সভাপতি মসিউর রহমানের এমপি’র বিরুদ্ধে ২০০৬ সালে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছিলাম কিন্তু নির্বাচন স্থগিত হয়েছিল নাহলে আমি সেবারও নির্বাচিত হতাম। এসব অপপ্রচারে কান না দেওয়ার জন্য সকলকে অনুরোধ জানান এবং আগামী ৭জানুয়ারি জাতীয় সংসস নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু এবং উৎসব মূখর পরিবেশে যেন হয় সেজন্য সকলের সহযোগীতা কামনা করেন।

মেহেরপুর-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানের পথসভা

মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের বারাদি ইউনিয়নে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নে মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নানের ট্রাক প্রতীকের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভায় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি এ্যাড. মিয়াজান আলী, মেহেরপুর জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ও বারাদি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আরমান আলী, মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, মেহেরপুর পৌর যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শহিদুজ্জামান সুইট, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল রানা, মেহেরপুরের বারাদি ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আল হামদু, মেহেরপুর জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি টনিক বিশ্বাস, বারাদি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ন সম্পাদক আরিফুল ইসলাম লিটন সহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় স্বতন্ত্র প্রার্থী ঢেঁকি মার্কার নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন

৭ জানুয়ারী জাতীয় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী মীর্জা শাহরিয়ার মাহমুদ লন্টু’র ঢেঁকি মার্কার নির্বাচনী প্রচারণার হাউলী ইউনিয়ন অফিসের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার রাত সাড়ে ৭ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের কাঁঠালতলা নামক স্থানে ঢেঁকি মার্কার নির্বাচনী অফিসের শুভ উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী মীর্জা শাহরিয়ার মাহমুদ লন্টু।

এসময় এমপি প্রার্থী লন্টু বলেন, আমাদের সামনে খুব ভালো দিন আসবে, জননেত্রী শেখ হাসিনা সবাইকে সংসদ নির্বাচন করার সুযোগ করে দিয়েছেন। সেজন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। এবার জনগণ নির্বাচিত করবে ভালো মানুষকে। আমরা কোন ঘুষ দুর্নীতি অবৈধ সম্পদ দখল

এসবের পায়তারাই কোনদিন ছিলাম না এখনো নেই অদূর ভবিষ্যতেও থাকবো না। আমরা সব সময় ন্যায়ের পক্ষে, আমরা সব সময় এলাকার উন্নয়নের পক্ষে। আমার বড় ভাই সাবেক সংসদ সদস্য মির্জা সুলতান রাজা একজন নির্লোভী মানুষ ছিলেন। আমি সেই পরিবারের সন্তান, আমি তার আপন ছোট ভাই। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ রাখলে অবশ্যই আমি আপনাদের সকলের প্রচেষ্টায় কামিয়াবি হবো ইনশাল্লাহ। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি আমি এলাকার উন্নয়নের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। জননেত্রী শেখ হাসিনা চান অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হবে। তাই আপনারা ৭ জানুয়ারী সকালে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে আপনারা আমার ঢেঁকি মার্কায় ভোট দেয়ার আহবান জানাচ্ছি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহফুজুর রহমান মনজু, যুবলীগ নেতা ও সাবেক সেনা সদস্য হাফিজুর রহমান হাফিজ, হাউলী ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা আলাউদ্দিন, মালেক ভূঁইয়া, খালেক ভূঁইয়া, আবুল হাসেম, সুমন আলী, মাসুম সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ যুবলীগ ও ছাত্র লীগের নেতাকর্মী ও সমর্থক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে দুটি নির্বাচনী অফিসে জরিমানা

নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় মেহেরপুরের গাংনীতে স্বতন্ত্র ও আওয়ামী লীগ প্রার্থীর নির্বাচনী অফিসকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) রাতে গাংনী সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম এ অভিযান পরিচালনা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, গাংনীর চৌগাছা স্বতন্ত্র প্রার্থীর (ট্রাক প্রতীক) অফিস ও গাংনী বাগানপাড়ায় আওয়ামী লীগ প্রার্থীর (নৌকা) নির্বাচনী অফিসে আলোকসজ্জা ও দেয়ালে পোস্টার সাঁটানোর কারণে প্রত্যেক অফিসকে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আচরণবিধি

২০০৮ এর ৭ (খ) ও ৩৮ ধারায় ৫ হাজার টাকা করে মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এ সময় গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম ভ্রাম্যমাণ আদালতকে সহযোগিতা করেন।